বৈদিক গবেষণা।

OR

DISSERTATIONS ON VEDAS.

"The Vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India."—Dr. BURNELL'S PALEOGRAPHY.

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED FOR THE PROPRIETOR
BY G. C. BOSE & CO., 309, BOW-BAZAR STREET,
AND SOLD BY
ALL THE PRINCIPAL BOOKSELLERS THROUGHOUT INDIA.

1880

বৈদিক গবেষণা।

OR
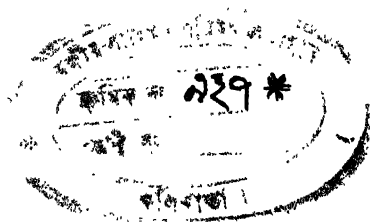
DISSERTATIONS ON VEDAS.

"The Vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India."--Dr. BURNELL'S PALEOGRAPHY.

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED FOR THE PROPRIETOR
AND SOLD BY
ALL THE PRINCIPAL BOOKSELLERS THROUGHOUT INDIA.

1880.
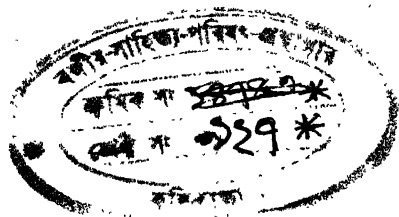
বৈদিক গবেষণা।

১। বেদ সমুদায় মানব সমাজের আদি পুস্তক। এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে আর লক্ষিত হয় নাই। (১) বেদ লইয়া জনসমাজের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ এখন আন্দোলন করিতেছেন এবং ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও ইহার চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মনীর একজন মহাপণ্ডিত বলেন "জগতের আদিকালীন বিবরণ জানিতে হইলে বৈদিক-গবেষণায় মনোনিবেশ করা উচিত। নরসমাজের প্রথম-সাময়িক অবস্থা বেদে বর্ণিত আছে, সুতরাং বেদ পাঠ না করিলে আমরা আমাদের প্রাচীনাবস্থা কিছুই জানিতে পারি না।" ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেকেই বেদ পাঠ করেন নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে বেদ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

"বেদ" শব্দ 'বিদ্' ধাতু (অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা; জ্ঞান লাভ হওয়া) হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ যে মহাগ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ।

২। বেদ ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহাদের তাবৎ শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদকে আর্য্যেরা অনাদি, অনন্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করেন। দ্রাবিড়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা স্নান না করিয়া বেদ স্পর্শ করেন না। কর্ণাটের বৈদিক শিক্ষকেরা মলিন বস্ত্র কিম্বা চর্ম্মের বিনামা পরিধান করিয়া অথবা অশুচি অবস্থায় বেদের একবিংশতি হস্ত দূরেও যাইতে সাহসী

(১) Chamber's Encyclopaedia, Part 61, P. 542.

হন না। ফলতঃ হিন্দুরা বলেন, যাহা বেদবিগর্হিত, তাহা অমান্য অশ্রদ্ধেয় এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত।

৩। বেদ চারিভাগে বিভক্ত, তদ্যথা—ঋক, যজু, সাম, ও অথর্ব্ব। অথর্ব্ব বেদ প্রথমোক্ত তিন বেদ হইতে পরে রচিত হয়, এজন্য পণ্ডিতেরা বেদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; তদ্যথা—ঋক, যজু ও সাম। তজ্জন্য বেদের অপর নাম 'ত্রয়ী'। বেদ কবে কাহার দ্বারা রচিত হইল তাহার নিরূপণ হওয়া অতি সুকঠিন।

৪। বেদ একখানি গ্রন্থ নহে, এবং একজন কর্ত্তৃকও বিরচিত হয় নাই। নানা মুনি কর্ত্তৃক নানা সময়ে, বেদ রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহাই ভূমণ্ডলের প্রথম পুস্তক। বেদের ভাষা সংস্কৃত কি না তদ্বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বেদের প্রথমাংশ যখন রচিত হয়, তখন যে সংস্কৃত ভাষা ছিল না, ইহা প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। বেদের ভাষার নাম 'ব্রহ্ম ভাষা'। (২) এই ভাষার সংস্করণ সম্পন্ন হইলে পণ্ডিতেরা ইহাকেই 'সংস্কৃত' নাম প্রদান করেন। ব্রহ্মভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। এক্ষণে দেখা উচিত, শাস্ত্রে বেদের উৎপত্তি কথন কিরূপ লেখা আছে। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে "ব্রহ্মা, প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্র সাধনঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম ও উক্থম্ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল। সামবেদ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে, অথর্ব্ববেদ ও বৈরাজ সাম ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।" প্রজাপতির চতুর্ম্মুখ হইতে চারিবেদের উৎপত্তি পৌরাণিক মত। ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয়

(২) "ভারতীয় গ্রন্থাবলী"। ১ম খণ্ড, ২৩—২৯ পৃষ্ঠা।

পুরাণ ও হরিবংশ মতে বেদ তিনটী। নাস্তিক-চূড়ামণি বৃহস্পতি বলেন—বেদ তিন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, অগ্নি বায়ু সূর্য্য এই তিন হইতে তিন মাননীয় বেদ। এই তিন বেদের সার ঋগ্‌বেদ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ মধ্যেও এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যে তিন বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন, বেদ তিন—তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ আদি।

৬। বেদ বাস্তবিক তিনটী, অথর্ব্ববেদ পরে রচিত হয়। ঋগ্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু কবে তাহা রচিত হইল, এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী নানা প্রকার মতভেদ করিয়াছেন। যথা—ইতিহাসবেত্তা মার্শমান সাহেব বলেন (৩) "হিন্দুধর্ম্মের আদিমাবস্থা বেদে বর্ণিত হইয়াছে। একটী ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় খৃষ্টের ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে দেশ-জয়কারী রূপে সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক, বেদের রচনা আরম্ভ করেন। বেদ, ঈশ্বর ও নানা জড় দ্রব্যের এবং দেব দেবীর স্তব স্তুতি আরাধনা মন্ত্র উপদেশ প্রভৃতিতে পূর্ণ। নানা ঋষি বেদ লিখিয়াছেন, পরে ব্যাসদেব [যিনি ধীবর জাতি] চারি জন ব্রাহ্মণের সাহায্যে বেদের সমগ্র সংগ্রহ করেন।" লেথব্রিজ কহেন(৪)"বেদ মোটে চারি খানি; তদ্যথা—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ মন্ত্র (সংহিতা) বা স্তব, অপর ভাগ ব্রাহ্মণ বা ধর্ম্ম-যাজন ক্রিয়া। ঋগ্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা খৃঃ পূঃ ১৪০০ বৎসরে রচিত।" এক খানি ইংরাজি পত্র বলেন (৫) "ঋগ্‌বেদ খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শত বৎসরে বিরচিত।" "উপনিষদ ও বেদ খৃষ্টের ২০০০

---

(৩) Marshman's history of India, Part I. P. 5.

(৪) Pope and Lethbridge's history of India, page 16-17 & 2-5.

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society. vol. XVII.

সহস্র বর্ষ অগ্রে লিখিত।" (৬)। আর একজন পণ্ডিত বলেন (৭) "পঞ্চনদের পবিত্র-সলিল-কণ-বাহি-সিন্ধু-তীর-বাসী মহর্ষিগণের যে বেদ গানে আর্য্যাবর্ত্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য রসে পরিপ্লুত হইয়াছিল, সেই ঋগ্বেদের তুল্য প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলের কোন স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না। গ্রীক জাতি স্বদেশীয় হোমর ও হিসিয়দ প্রণীত যে প্রাচীন গ্রন্থাবলীর এত গৌরব করিয়া থাকেন, ঋগ্বেদের সমক্ষে তৎসমুদায়কেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অধিক কি, পারসীকগণের বরণীয় জোরাস্তার প্রণীত অবস্তা গ্রন্থও ঋগ্বেদের পর-সাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।" আচার্য্য মোক্ষ মূলরের মতে (৮)—"বেদ সমূহ ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র এই চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছন্দ ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ঋগ্বেদ এই ভাগের অন্তর্গত। খৃঃ পূঃ ১২০০ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বেদের রচনা ও সংগ্রহকাল।" পণ্ডিতবর কোলব্রুক কহিয়াছেন (৯) "জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে প্রাচীনতম বেদসংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ শত বৎসর।" শাস্ত্রদর্শী উইল্‌সন এবং ল্যাসেন সাহেবও এই মতের পোষকতা করেন। (Wilson's Introduction to the Rigveda PXLVIII and Lassen's "Indesche Alter thumskunde." vol. 1. P 747) এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের Arian Witness; Goldstucker's Panini; Max. Muller's Rigveda Samhita; আর্য্যদর্শন প্রথম খণ্ড; অন্বীক্ষণ পত্রিকার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব; প্রভৃতি দেখ।

---

(৬) বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮০। ৫০১ পৃষ্ঠা and Westminster Review for April 1863.

(৭) পাণিনি ২ হইতে ৫ পৃষ্ঠা, এবং ১১ হইতে ১৬ পৃষ্ঠা।

(৮) MaxMuller's history of Ancient Sanskrit Literature, p. 70; 572.

(৯) Colebrook's Miscellaneons Essays. vol. I. (Ed. by E. B. Cowel) p. 99 or As. Res. vol. VIII. p. 493.

৭। ফলতঃ ঋগ্‌বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদ রচনার সময় খৃষ্টের অল্পকাল পূর্ব্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি ঐ মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ খৃষ্টের দশ বিশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মিশরে গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব মিশরের গ্রন্থ, বেদ হইতে কি প্রাচীন? মিশরে যখন প্রভূত ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, শিল্প ইত্যাদির বহুল প্রচার ও বিভব, তখন কি আর্য্যেরা অসভ্য? না তখন বেদ হয় নাই? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, ঋগ্‌বেদকে যদি এক বাক্যে প্রাচীন গ্রন্থ বলিতে চাহ, তবে স্বীকার কর যে, বেদ আদি কাল হইতে প্রচলিত। আদিম মানব সমাজের বাল্যাবস্থার সহিত বেদরচনার সময়ের সংস্রব রহিয়াছে। সুতরাং বেদ বহু প্রাচীন গ্রন্থ।

৮। "বেদ" নাম উচ্চারণ মাত্রে পবিত্র হিন্দুর মন এক প্রকার অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসে প্লাবিত হয়। কেন?—বেদ ঈশ্বর সৃজিত বস্তু, অর্থাৎ তাঁহাদের আদি পুরুষ রচিত। এবং ইহাই তাঁহাদের মূলধর্ম্ম গ্রন্থ। যেরূপ বাইবেল খৃষ্টানের পক্ষে, কোরাণ যবনের পক্ষে, বৃহস্পতি ও অঙ্গ বৌদ্ধের পক্ষে, সেইরূপ বেদ হিন্দুর পক্ষে,—বরং ততোধিক। বেদ কতকগুলি মহামূল্য গ্রন্থ সমষ্টি। চিকিৎসা, সংগীত, বার্ত্তা, গণিত, রসায়ন, সাহিত্য সকলেরই আভাস বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদের যে স্থল ছন্দে রচিত, তাহাকে মন্ত্র (১০) কহে। যে স্থল গদ্যে সঙ্কলিত তাহাকে ব্রাহ্মণ কহে। যজুর্ব্বেদ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, সুতরাং মন্ত্রভাগও গদ্য। অধিকাংশ মন্ত্রে দেবতা বিশেষের স্তব আছে, কোন কোন মন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ, অনেক মন্ত্র কবিতার ভাবে পূর্ণ, কতকগুলি বা ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব-কথায় পূর্ণ। ব্রাহ্মণ ভাগ কিন্তু সে প্রকারের নহে। ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তর অংশ ইতিহাস

---

(১০) Vide শব্দকল্পদ্রুম (Mitra & Co's edition) ৩২৪২-৩২৫১ পৃষ্ঠা।

বাদানুবাদ কথোপকথন তর্ক বিতর্ক এবং কিরূপে যজ্ঞাদি করিতে হয়, তাহার ক্রিয়া পদ্ধতি নিরূপণ এই সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

৯। বেদের মধ্যস্থিত মন্ত্রের মূর্ত্তি যে কি প্রকার, তাহা এতদ্দেশীয় উপবিতধারী ব্যক্তি মাত্রেরই কিঞ্চিদংশে জানা সম্ভব। যাঁহারা "বেদ" নাম কখন শুনেন নাই বা বেদ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকেও দিনান্তে অন্ততঃ একবার বেদ পাঠ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে,—সন্ধ্যার মন্ত্রও গায়ত্রী বেদের একটি শ্লোক। আমি এক্ষণে পাঠক গণকে, বৈদিক মন্ত্রের কতকগুলি নমুনা দেখাইব। কিন্তু ইহাতে অনেক প্রাচীন সম্প্রদায় বিরক্ত হইতে পারেন। "এক্ষণে যখন বেদের মন্ত্র সমস্ত টেমশ ও রাইন নদীর বারি পর্য্যন্ত পান করিয়া বেড়াইতেছে, এবং যাহাদিগের কোন খাদ্যাদি বিচার নাই এ প্রকার বৈদেশিক পণ্ডিত বর্গ যখন বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা হইয়াছেন, তখন আর এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ব্যক্তি-বর্গের নিকট সন্ধ্যা মন্ত্র বা গায়ত্রী অথবা বেদের অন্যান্য মন্ত্র গোপন করিবার প্রয়োজন কি ?"

প্রথম।

"অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং ধাতারং রত্ন ধাতমম্।"

অর্থাৎ ;—অগ্নিকে স্তব করি, যিনি পুরোভাগে সংস্থাপিত আছেন, যিনি যজ্ঞের দেবতা, যিনি ঋতু কালোচিত যজ্ঞকারী পুরোহিত, যিনি ধাতা, যাঁহার মত রত্ন উৎপাদন পূর্ব্বক বিতরণ করিতে আর কেহ নাই।

দ্বিতীয়।

" ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতু র্বরেণ্যং (১১)
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ ভূর্লোকং ওঁ ভূবর্লোকং ওঁ স্বর্গ লোক।"

---

(১১) শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূ র্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইলেন।

সবিতা অর্থাৎ সূর্য্যদেবের সেই চমৎকার প্রভা ধ্যান করা যাউক। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি সমস্ত প্রেরণ করুন। (১২)

তৃতীয়।

" শংন আপো ধন্বন্যাঃ
শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।
শংন সমুদ্রিয়া আপঃ।
শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ॥

মরুভূমির জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ, কূপের জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ হউক; সমুদ্রের জল আমাদিগের মঙ্গল, অনূপ অর্থাৎ জলা ভূমির জল আমাদিগের মঙ্গল স্বরূপ।

উপরিউক্ত তিনটীই শ্লোক এবং ছন্দোবদ্ধ।

১০। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশ সূক্তে লিখিত আছে যে, কুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া, এই সূক্ত দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিতেছেন।———

কুৎস ঋষিপংক্তি ছন্দঃ বিশ্বে দেবা দেবতা।

১২০৭

চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। নবো হিরণ্য নেময়ঃ পদং বিন্দাতি বিদ্যুতো বিক্তংমে। অস্য রোদসী।

অর্থাৎ;—জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্যরশ্মি যুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। সেই দীপ্তিমান রমণীয় প্রান্ত-চন্দ্র-রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের প্রান্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

পুরাকালে আর্য্যগণ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল, পর্ব্বত প্রভৃতির আরাধনা করিতেন। শুদ্ধ হিন্দুগণ নহে, সমুদায় পৃথিবীস্থ

---

(১২) তান্ত্রিক গায়ত্রী———————
" পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"

সম্প্রদায়ের আদিম অবস্থাই এইরূপ। আর্য্য হিন্দুগণ হিমালয়ের স্তব করিয়াছেন, এবং "হিমালয়ের উত্তরে বাস" বলিয়া ঋগ্বেদে লিখিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের, হিমের আরম্ভ ও অন্তেই বৎসর গণনা শেষ হইত।

১১। বেদের রচনায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের ছন্দঃ রচনার কিছুদিন পরেই সমাজের রুচি বিরোধ হওয়াতে ক্রমে নূতন নূতন ছন্দের উদ্ভাবন হইয়াছিল, অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ছন্দোঘটিত পরিবর্ত্তই সংস্কৃত ভাষার প্রথম পরিবর্ত্ত; ব্যাকরণাদি ঘটিত পরিবর্ত্ত ইহা অপেক্ষা অনেক অধস্তন। কিরূপে বৈদিক ছন্দের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, আমি তাহা সাধ্যমত পাঠককে জানাইতেছি। বৈদিক কোন গ্রন্থে প্রায়ই অনুষ্টুপ ছন্দের প্রয়োগ নাই, যদিও কোন গ্রন্থের কোন অংশে দুই একটি ইতস্ততঃ ব্যস্ত অনুষ্টুপের আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু বৈদিক কোন গ্রন্থেই যে আদ্যন্ত প্রণালীবদ্ধ অনুষ্টুপের (১৩) ব্যবহার নাই, ইহা এক প্রকার নিঃসন্দিগ্ধ। অতএব এইরূপ আদ্যন্ত প্রণালী বদ্ধ অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত গ্রন্থ মাত্রেই বেদের অধস্তন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা বোধ করি কোন রূপেই অযৌক্তিক হইতে পারে না। বৈদিক সূত্র ও ব্রাহ্মণের কোন কোন অংশে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সহিত একত্র অনুষ্টুপের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তদ্বারা আমাদের উপরিলিখিত প্রতিজ্ঞারই বরং বিশেষ সমর্থন হইতেছে। কারণ ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে কোন রূপে আদ্যন্ত প্রণালীবদ্ধ প্রয়োগই কোন নূতন সাহিত্য সংসারের পরিচায়ক। নতুবা বেদের কোন কোন অংশে দুই একটী অনুষ্টুপ ব্যস্ত দেখিয়াই উহার অধস্তন

---

(১৩) অনুষ্টুপ্,— অষ্টাক্ষর ছন্দো বিশেষ। এই ছন্দ ব্রহ্মার উত্তর দিকের মুখ হইতে নির্গত। (বিষ্ণুপুরাণ।) অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ এই, ইহার পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং সপ্তম চতুর্থ ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইয়া থাকে। অন্য বর্ণের নিয়ম নাই।— (ছন্দোমঞ্জরী।)

আদ্যান্ত অনুষ্টুপ রচিত গ্রন্থের সহিত উহার একতা অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক রচনাকে অধস্তন পদ্য সকল হইতে পৃথক করিয়া শেষোক্তটীর শ্লোক এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হইতেছে যে বেদের অধস্তন আদ্যন্ত অনুষ্টুপে রচিত গ্রন্থ সমুদায়ই শ্লোক শব্দের অভিধেয়; সুতরাং, বৈদিক গ্রন্থের কোন কোন অংশে অনুষ্টুপ ছন্দের ব্যবহার থাকিলেও আমাদের মতের কিছুমাত্র বৈপরীত্য ঘটিতেছে না।

১২। এই মূল বাক্য অবলম্বন করিয়া ছান্দস, মান্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সৌত্র এই চারিটী শ্রেণীতে বেদ বিভক্ত হইতে পারে। এই চারিটী বিভাগের মধ্যে ছান্দস বিভাগ উর্দ্ধতন অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত সমুদায় কালই বেদ রচনার আদিকাল, আর সৌত্র বিভাগ সকলের শেষ, অর্থাৎ বেদ রচনার অন্তিমকাল। সৌত্র বিভাগের রচনাকে বেদ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, ইহাই অথর্ব্ব বেদের কাল। মান্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইটী বিভাগ পূর্ব্বোক্ত চরম সীমাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী।

১৩। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আমাদের বিবেচনায় প্রথমে ঋক, তৎপর যজুঃ, তৎপর সাম, তৎপর অথর্ব্ব বেদ রচিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সামবেদের "সাম" শব্দ ইউরোপীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের Psalm অর্থাৎ ধর্ম্ম সংগীত শব্দের সহিত সাদৃশ্য আছে। আমরা তাহা বলি আর না বলি, কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে ইউরোপীয়দের ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত "সাম" ভাগে যে বিষয় বর্ণিত আছে হিন্দুদের সামবেদেও সেইরূপ তত্ত্বকথা অধিকাংশই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা অথর্ব্ব অর্থাৎ শেষ বেদের কথা বলিব। পূর্ব্ব হইতেই পাঠকগণকে বলিয়া রাখা উচিত যে খৃষ্টের অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদ রচনার আরম্ভ ও প্রচলন হইয়া খৃষ্টের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঋগ্বেদ খৃষ্টের ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়, আমরা এ কথা পূর্ব্বেই স্বীকার করি নাই; এক্ষণে বলি, তাঁহাদের

কল্পিত এই সময় ঋগ্বেদের সময় নহে, অথর্ব্ববেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদের সময় হইতে পরে।

১৪। অনেকেই বলেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসমুনি সমগ্র বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা স্বীকার করি যে, মহাভারত খৃষ্টের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়; বেদব্যাস মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্বে সমগ্র বেদের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ব্যাসমুনির পূর্ব্বে বেদের বিভাগ ও সংগ্রহ প্রকৃতরূপে হয় নাই, এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমাদের ভারতীয় গ্রন্থাবলী পুস্তকের মহাভারত শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা আছে।

১৫। এক্ষণে অথর্ব্ববেদের কথা বলিব। প্রাচীন মহর্ষিগণ আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদ কহিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ এবং ব্রহ্মার মুখবিনির্গত। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারকে, অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রকে এবং মহর্ষিগণকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। আয়ুর্ব্বেদ একজনের রচিত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত। চরক ও সুশ্রুতই মহর্ষিগণের অপ্রতিম অধ্যবসায়ের ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল-যুগল। চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রীতিমত কোন চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল কি না বলিতে পারি না, কেবল অথর্ব্ব বেদান্তর্গত গর্ভোপনিষদ ও শারীরোপনিষদ্ নামক দুই অধ্যায়ে যাহা কিছু চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। সুশ্রুত বলেন— সয়ম্ভূ সহস্র অধ্যায় বিভক্ত এবং লক্ষ শ্লোক সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন। ফলতঃ চরক ও সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদের প্রৌঢ়াবস্থা এবং তাহাদের পরেই (অর্থাৎ বাগভট্টের পরই) ইহার জরা অর্থাৎ অবনতির অবস্থা। অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের বাল্য অর্থাৎ কিশোর অবস্থা। চরক ও সুশ্রুত প্রচার হইবার কিছু পূর্ব্বেই অথর্ব্ববেদের সৃষ্টি হয়।

অনেকেই মনে করেন, অথর্ব্ববেদ কোরাণের এক অংশ মাত্র, ইহা আর্য্যগণের মাননীয় নহে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও

এই বেদের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদকে কোরাণের এক অংশ বলিবার কারণও আছে। অথর্ব্ববেদের যে যে অংশে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহা সিন্ধু নদ ও কাস্পিয়ান সাগর পারবাসী যাবনিক জাতিগণ শিক্ষা করিয়াছিল। সাগরপার স্থিত অনেক উদ্ভিদ ও ফল মূলের কথা অথর্ব্ববেদে আছে, এইজন্য ইহা যাবনিক বলিয়া অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু বাস্তবিক অথর্ব্ববেদ কোরাণের অংশ নহে; যখন কোরাণ সৃষ্ট হয় নাই, যখন মহম্মদের নাম পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, তখন অথর্ব্ব বেদের সৃষ্টি।

১৬। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসক সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত, এক সম্প্রদায় কায়চিকিৎসক, অন্য সম্প্রদায় শল্য চিকিৎসক। শল্য চিকিৎসকেরা সর্জ্জরী (১৪) অর্থাৎ অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন। অতএব

---

(১৪) প্রাচীন ভারতে যে অস্ত্রচিকিৎসা প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সেই সকল অস্ত্র, লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত। উহা দুই প্রকার—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র এক শত প্রকার, তাহা আবার ছয় ভাগে বিভক্ত; স্বস্তিক যন্ত্র, সন্দংশ যন্ত্র, তাল যন্ত্র, নাড়ী যন্ত্র, শলাকা যন্ত্র এবং উপযন্ত্র। স্বস্তিক যন্ত্র চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, সন্দংশ দুই প্রকার, তাল দুই প্রকার, নাড়ী যন্ত্র বিংশতি প্রকার, শলাকা অষ্টাবিংশতি প্রকার। এবং উপযন্ত্র পঞ্চবিংশতি প্রকার। অস্থির মধ্যে যে শল্য প্রবিষ্ট হয় তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত স্বস্তিক যন্ত্র ব্যবহার হয়। ত্বক মাংস শিরা ও স্নায়ুর মধ্যে যে শল্য থাকে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহার হয়। কর্ণ নাসিকা এবং নাড়ীর জন্য তাল যন্ত্র; শিরা ধমনী প্রভৃতির জন্য নাড়ী যন্ত্র; মাংস অস্থি প্রভৃতির জন্য শলাকা যন্ত্র এবং রজ্জু, বেণিকা, চর্ম্ম, প্রক্ষালন, মার্জ্জন ইত্যাদির জন্য উপযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার। তদ্যথা—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, আঢ়িমুখ, শরারীমুখ, অন্তমুখ, ত্রিকুর্চ্চ, কুঠারিকা, ব্রীহি, আরা, বড়িশ, দন্তশঙ্কু, এষণী, বেতসপত্র, সূচী। সুশ্রুতে এবং যাজ্ঞবল্ক্যে এতৎসম্বন্ধে ও শারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে দেখিবেন।

প্রাচীনকালে "আয়ুধিকঃ" নামে জাতি ছিল, যাহারা অস্ত্র নির্ম্মাণ, তাহার ব্যবহার এবং তদ্দারা চিকিৎসা করিতেন। মৎস্য পুরাণের ১৮৯ অধ্যায়ে "আয়ুধাগারং" শব্দের বিবরণ আছে। মহাভারতের রাজধর্ম্ম অধ্যায়ও দেখিবেন।

দেখা যাইতেছে প্রাচীন ভারতে অস্ত্রচিকিৎসা প্রচলিত ছিল। শল্য চিকিৎসকদিগের আর একটী নাম ধন্বন্তরি সম্প্রদায়।

১৭। সুশ্রুতের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—"অমরশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি যখন কাশীর অধিপতি দিবোদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাণপ্রস্থাশ্রমে মহর্ষিগণ কর্তৃক বেষ্টিত আছেন, তখন সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হইলেন।" বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়, "কাশ্যের পুত্র কাশীরাজ, কাশীরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি। ভগবান নারায়ণ তাঁহাকে এই বর দেন যে, "তুমি কাশীরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিবে এবং যজ্ঞাংশভাগী হইবে।" সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস।

১৮। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ধন্বন্তরি কাশীব অধিপতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেষ্টা ছিলেন (১৫) এই অংশে সুশ্রুত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐক্যমত আছে। কিন্তু সুশ্রুতের মতে দিবোদাস ধন্বন্তরির অবতার; বিষ্ণুপুরাণের মতে দিবোদাস ধন্বন্তরীর প্রপৌত্র। ঋগ্বেদেও এক দিবোদাসের উল্লেখ আছে। আমাদের বোধে ঋগ্বেদের দিবোদাসের সহিত আয়ুর্ব্বেদের কোন সংস্রব নাই। আর এক জন দিবোদাসের নাম পাওয়া যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক

বৈদ্যকগ্রন্থের মতে চিকিৎসা তিন প্রকার। আসুরী, মানুষী ও দৈবী।

কোন সময়ে আর্য্যদিগের শস্ত্র চিকিৎসা বিলুপ্ত হয় নিরূপণ করা সুকঠিন। ইহার লোপ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে একটী জনশ্রুতি আছে। কোন "বৈদ্য এক ব্রাহ্মণের শরীরে অস্ত্রপাত করিয়া দেখিলেন যে, ব্রহ্মহত্যা হইবার সম্ভব। পরে, অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণকে বাঁচাইয়া, এই বলিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন যে, "আমার বংশে কেহ কখন যেন অস্ত্রধারণ না করে"। আর্য্যগণ যেরূপ ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাহাতে ইহা অসম্ভব নহে।

(১৫) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে মানব শরীরের আটটী অঙ্গের বিবরণ ও রোগের চিকিৎসা লেখা আছে।

কাশীর ১০ ক্রোশ অন্তরে চম্বক নামক স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। আমাদের মতে দিবোদাস ও ধন্বন্তরি এক ব্যক্তি। ধন্বন্তরি নিজে কহিতেছেন—"আমি আদিদেব ধন্বন্তরি, অন্যান্য রোগ এবং বিশেষ শল্যতন্ত্র শিক্ষা দিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি।" বৌদ্ধদেবের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ধন্বন্তরি বা দিবোদাস প্রাদুর্ভূত হয়েন। খ্রীঃ পূঃ এক সহস্র বৎসর হইতে খ্রীষ্ট জন্মের সময়ের নিকট পর্য্যন্ত, আয়ুর্ব্বেদের বাল্য যৌবন ও জরা অবস্থা। ইহারই এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ, প্রথম তিন বেদ হইতে অনেক পরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

১৯। মহাভারতে শল্যসূত্রের যে উল্লেখ আছে, তাহা অথর্ব্ব-বেদের উপাঙ্গভাগ মাত্র। মহাভারতের সময় খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ১০০০ শত বৎসর, তখন চরকের জন্ম হয় নাই। বাবু ব্রজমোহন সেন গুপ্ত বলেন (১৬) "চরক ও সুশ্রুতের সময় খ্রীষ্টীয় শকের আটশত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দ্বিশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই অবস্থাই আয়ুর্ব্বেদের চরম সীমা এবং এই অবস্থাতেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির সূত্রপাত।" আমাদের সহিত এই মতের ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে।

২০। চরকের গ্রন্থকারগণ—দৃঢ়বল, অগ্নিবেশ, দিবোদাস ও চরক মুনি বলিয়া খ্যাত। সুশ্রুতের গ্রন্থকারগণ—নাগার্জ্জুন, উল্‌বনাচার্য্য, সুশ্রুত, এবং চক্রপাণি দত্ত।

২১। ডল্বণ, জেজ্বট ও গয়দাস সুশ্রুতের টীকাকার।

২২। আত্রেয় ও পুনর্ব্বসু এবং হরিচন্দ্র চরকের টীকাকার।

২৩। নাগার্জ্জুণ, সুশ্রুত গ্রন্থের প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা। তিনি চিরায়ু রাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বোধিসত্ব, বদান্য এবং অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ছিলেন। এবং তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রে সবিশেষ জ্ঞান ছিল।

২৪। চরক শাস্ত্রের গ্রন্থকার চরক মুনি।

---

(১৬) আর্য্যদর্শন, ভাদ্র। ১২৮১। ২৪২ পৃষ্ঠা।

২৫। আয়ুর্ব্বেদের শল্য অর্থাৎ সর্জ্জরী চিকিৎসা শাস্ত্র—সুশ্রুত ; এবং চরক "কায়চিকিৎসাশাস্ত্র।"

২৬। প্রাচীন হিন্দুগণ পূর্ব্বে যে কিছুই চিকিৎসা শাস্ত্র জানিতেন না, এমত নহে। ঋগ্বেদেও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কথা আছে, ঋগ্বেদের মহর্ষিগণ অমর ভিষক্ অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের নিকট ঔষধের প্রার্থনা করিতেন। ইহা হইতেই মহাভারতে শল্য চিকিৎসা কুশলমস্ত চিকিৎসকগণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই দুই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা আয়ুর্ব্বেদের কোন প্রকৃত গ্রন্থ পাই না। ফলতঃ, জগতের আদিম কালেও হিন্দুগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র (চিকিৎসা শাস্ত্র) জানিতেন।

২৭। কাশীরাজ দিবোদাস সুশ্রুত প্রভৃতি সশিষ্যবর্গ শল্যতন্ত্রে এবং অত্রিনন্দন, পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশ প্রভৃতি কায়-চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। দিবোদাসের শিষ্য ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত এবং সুশ্রুত। পুনর্ব্বসুর শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, এবং ক্ষারপানী। ইহাঁরা সকলেই এক এক খানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের এক খানিও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। (১৭)

২৯। অস্মদ্দেশে বেদের সমধিক প্রচার না থাকায়, বেদগ্রন্থে কিরূপ মহামূল্য রত্ন সন্নিবিষ্ট আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঋগ্বেদে ইতিহাস ভূগোল চিকিৎসা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ দৃষ্টে জানা যায়, আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা গিরিরাজ হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিকস্থ কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ হিম ঋতু অবলম্বন করিয়া বৎসর গণনা করিতেন, তৎকালে হিম শব্দে বৎসর বুঝাইত।

---

(১৭) আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, নেপালে ইহাঁদের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

১। ঈশানাস পিতৃ বিত্তস্য রায়ে
বিসূরয় শত হিমানো অশ্যুঃ।

অর্থাৎ স্তব করিতেছেন যে—আমাদের পুত্রেরা যেন পৈত্রিক ধর্ম্মের স্বামী, বিদ্বান্ ও শত হিম (শতবর্ষ) জীবী হয়।

ঋগ্বেদসংহিতা প্রথমমণ্ডল।
৮০৫ ঋক্ শেষার্দ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ আর এক স্থলে লেখা আছে—

২। তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।

১ম অষ্টক, ৬৪ সূক্ত, ১৪ ঋক

অর্থাৎ—শত হিম ঋতু জীবীতবান্ পুত্র ও পৌত্র যেন আমরা পোষণ করি।

এইরূপ বহুল শ্লোকাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কোন হিম প্রধান দেশে বাস করিতেন।

৩০। বেদের সময়ে জাতিভেদ প্রণালী বদ্ধমূল ছিল না, কিন্তু পরাজিত জাতিগণ তখনও হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল,—ঋগ্বেদে দেখা যায়;—

মনবে শাসদ ব্রতান্
ত্বচং কৃষ্ণা মবন্ধয়ৎ।

২অষ্ট, ১৩০সুক্ত, ৮ঋক্।

ইন্দ্রদেব, যজ্ঞবিহীন কৃষ্ণ চর্ম্ম লোকদিগকে শাসন করিয়া মনুর অর্থাৎ মনুবংশোদ্ভব আর্য্যদিগের অধীন করিলেন।

৩১। কৃষিকার্য্যে আর্য্যদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। যথা—

সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ
সনৎ সূর্য্য সনৎ দপঃ সুবজ্রঃ।

অর্থাৎ;—ইন্দ্র তাঁহার শ্বেতবর্ণ সখাদিগকে ক্ষেত্র সূর্য্য ও জল দিলেন।

যদি ঋগ্বেদের সময়ে কৃষিকার্য্য প্রচলন না থাকিত, তবে জল ও ক্ষেত্র প্রার্থনার আবশ্যক কি? (১৮)

৩২। বেদে রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকলেরই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় কবিতাময় শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা এই সকল ঋক যজ্ঞস্থলে ও গুরুগৃহে নিরন্তর গান করিতেন। যখন বেদ ক্রমে ক্রমে বিরচিত হইতে লাগিল; তখন ঋক সকল ব্রাহ্মণেরা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক এক বংশের লোকে এক এক বেদ অভ্যাস বা পাঠ করিতেন। যে পরিবারে যে বেদ অভ্যস্ত হইত, তাঁহারা সেই বেদী বলিয়া অভিহিত হইতেন; অর্থাৎ যাঁহারা ঋক অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা ঋগ্বেদী, এইরূপে সামবেদী ইত্যাদি। যে বেদ যে পরিবারে অভ্যস্ত হইত, তাঁহারা সেই বেদী ও সেই শাখী বলিয়া বিখ্যাত হইতেন। যথা, যে বংশ সামবেদের কুথুম শাখা শিখিয়াছেন, তাঁহারা সামবেদী ও কুথুম শাখী ব্রাহ্মণ।

৩৩। ঋগ্বেদের সময়ে, ভৌতিক পদার্থের উপকারিতা দৃষ্টে সূর্য্য অগ্নি মেঘ প্রভৃতি জড় জগতের আরাধনা হইত। বহুকাল হইতে এই পদ্ধতি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে অগ্নি প্রভৃতির নিকট মহর্ষিরা "পরতত্ত্ব শিক্ষা দাও" বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। এই ঋগ্বেদের মধ্যাবস্থা। এই সময় হইতেই পরকাল ও একেশ্বর ভাব আর্য্যদিগের মনে উদয় হইয়াছিল।

৩৪। ঋগ্বেদের সময় হইতেই আর্য্যজাতির মধ্যে বিবাহ প্রণালী দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বে কিরূপ ছিল জানা যায় না। ঋগ্বেদে বর ও কন্যার আচরণগত কিছু উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৫। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন, মাংস ভোজন

---

* ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টমসর্গের প্রথম সূক্তে বাণিজ্য, কৃষি, পোত প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

হিন্দুদিগের পক্ষে অবিধি নহে। মাংস ভোজনের বিধি বেদেও আছে; যথা———

১। অশ্বমেধন্ যজেত।

অশ্ব হত্যা করিয়া যজ্ঞ করিবে।

২। পশুনাং রুদ্রং যজেত।

পশুবধ করিয়া রুদ্র যাগ করিবে।

৩। অগ্নি সোমীয়ং পশুমালভেত।

অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিয়া যাগ করিবে।

৪। বায়ব্য শ্বেত ছাগল মালভেত।

শ্বেত ছাগল বধ করিয়া বায়ু দেবতার নামে যাগ করিবে।

৫। উষ্ট্র বাড়ব মালভেত তস্য চ মাংস অশ্নীয়াৎ।

উষ্ট্র বধ করিয়া যজ্ঞ করিবে ও সেই মাংস ভক্ষণ করিবে।

৬। অষ্টাদশ পরিশিষ্টানি তত্রাদৌ যূপ লক্ষণং।
চ চতুর্বর্ণং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণাং পশুভিঃ সহ॥

(যজুর্ব্বেদ)

যজুর্ব্বেদের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে তিনটী তক্ষ বায়ু দেবতাকে, তিনটী মহিষ বরুণকে, বহুসংখ্যক গরয় তষ্ট্রাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। চরণব্যূহ গ্রন্থে (১৮) যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অষ্টাদশ খানি পরিশিষ্টের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম যূপ লক্ষণ। এই গ্রন্থে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যূপাদি প্রস্তুত করার পদ্ধতি লিখিত আছে। ২য় ছাগ লক্ষণ। ইহাতে, যজ্ঞে কোন্ কোন্ পশু বলিরূপে প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার নিরূপণ আছে। ফলতঃ হিমপ্রধান-দেশবাসী আর্য্যগণ মাংস ভক্ষণে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট করিতেন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন?

৩৬। ঋগ্বেদ এক সময়ে বা এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই, উহা যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত, ঋগ্বেদেই তাহার

(১৮) চরণ ব্যূহ—বেদব্যাস বিরচিত চতুর্ব্বেদ বিবরণ বিষয়ক শাস্ত্র.।

প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, অপেক্ষাকৃত উন্নতির অবস্থা হইতে যত সময় লাগিয়াছে, ঋগ্বেদের রচনা কার্য্যও তত্তৎকালে সম্পন্ন হইয়াছে। যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ঋগ্বেদের পরে রচিত হইয়াছে। বেদ দুই অংশে বিভক্ত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অন্য নাম সংহিতা। মন্ত্রভাগে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে; ব্রাহ্মণে সংহিতার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষদ। তাহাতে একমাত্র পরব্রহ্মের কথা আছে।

৩৭। এক্ষণে সংক্ষেপে বেদের প্রকৃতি ও ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইল। বেদ কোন্ সময়ে রচিত হয়, সংক্ষেপতঃ তাহাও বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন নানা গ্রন্থকার নিচয়ের মতের সারাংশও উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে, বেদ কাহার দ্বারা রচিত হইল, বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে (১৯)। নানা ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। "ঋক্" শব্দ বোধ হয় "ঋষ" বা "ঋষি" শব্দ হইতে উৎপন্ন। ঋষি শব্দের প্রকৃত অর্থ "যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান পথে গমন করিয়াছেন।"

১। শিষ্ট প্রয়োগ—ঋষয়ঃ সত্যবচস।

২। ঋষয়ো দীর্ঘ সন্ধত্যাদ্দীর্ঘ মায়ুর বাপ্নুয়াযুঃ।
প্রজাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ সমেবচ।

---

(১৯) বেদের গুণ ও মাহাত্ম্য,—মনু বলেন "যে মনুষ্য তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে তবে তাহার কোন পাপ হয় না।" শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন "বেদ অমৃত ও দেবতার আত্মা।" "বেদ অনাথের শরণ, রোগীর চিকিৎসা, পাপের পরিত্রাণ, অন্ধের চক্ষু, অন্ধের যষ্টি, মরুভূমের জল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা।" বিষ্ণুপুরাণ কহেন "বেদ হইতে সকল, দেবতারাও বেদ হইতে।" মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে আছে,—"বেদ হইতে সর্ব্ব ভূতের যাগ, যজ্ঞ, রূপ, নাম ও কর্ম্ম।" রামায়ণ বলেন, "বেদ অপৌরুষেয়, ইহা হইতে অখিল জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার ঋগ্বেদের ধাতু নির্ণয় সম্বন্ধে বলেন যে, (২০) ঋক্ শব্দ ঋক্ ধাতু (অর্থ স্তব করা, দেবতাদের আরাধনা করা) হইতে উৎপন্ন। যাহা হউক, আমাদের বোধ হয়, দেব দেবী-স্তব-কারী-মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রথম বেদের নাম ঋগ্বেদ হইয়াছে। ঋকের অপর নাম শ্লোক। কেহ কেহ বলেন—"ঋক্ দেব দেবীর আরাধনা গীতি।"(২১)

---

(২০) প্রকৃতিবাদ অভিধান ১৪২ পৃষ্ঠা।

(২১) বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মত।

(ক) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে, বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(খ) অথর্ব্ব বেদে আছে, স্কম্ভ হইতে ঋগ, যজুঃ ও সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল।

(গ) অথর্ব্ববেদের অন্যত্রে আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(ঘ) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(ঙ) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এবং মনু সংহিতাতেও ঐরূপ আছে।

(চ) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্রে আছে, বেদ মহাভূতের নিশ্বাস।

(ছ) ঐ গ্রন্থের অন্যত্রে আছে, বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

(জ) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(ঝ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া তদ্দারা বেদাদি সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(ঞ) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, মনঃ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ উঠাইয়া ছিলেন।

(ট) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা।

(ঠ) উক্ত ব্রাহ্মণে আছে, বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু!!

(ড) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন।
ভাগবত পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই মত।

(ঢ) হরিবংশে আছে, ব্রহ্মের নেত্র হইতে ঋক ও যজুঃ, জিহ্বাগ্র হইতে সাম এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল। কেহ বলেন, হস্ত হইতে অথর্ব্ববেদ

হইয়াছে। অন্যত্রে আছে, গায়ত্রী হইতে চারি বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। (হরিবংশ ২০৩ অধ্যায় দেখুন)।

(ন) ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বেদার্থ গ্রন্থে বলেন—বেদ ঈশ্বরসৃজিত, মনুষ্যসৃজিত নহে, এজন্য অপৌরুষেয়।

(ত) যজুর্ব্বেদের টীকাকার মাধবাচার্য্য কহেন—ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি।

(থ) শঙ্করাচার্য্য বলেন—বেদ ঈশ্বরসৃজিত।

(দ) কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য বলেন—বেদ ঈশ্বরপ্রণীত।

(ধ) বৈষ্ণব তোষীণীকার বলেন—বেদত্রয়ী মধুকরী।

এইরূপে বেদের উৎপত্তি কথন এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কিন্তু বেদের নিন্দাও গ্রন্থবিশেষে লক্ষিত হয়। যথা,———

১। উৎপনিষৎ মধ্যে বেদের অগৌরব—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্মব ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা চৈবা পরাচ। তত্রা পরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ব বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষিমিতি অথ পরা যথা তদক্ষর মধিগম্যতে।"

২। ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি।
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানং ক্রিয়াপহৃত চেতসাম্॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌন বিধীয়তে।
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥

(বাসুদেবের বচন) [শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।]

ভাগবত পুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে বেদ ত্যাগ করে। (৪ অধ্যায় ২৯ এবং ৪২ শ্লোক দেখুন।)

৩। কঠোপনিষদে আছে বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

যাঁহারা বেদ মানেননা, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদিগকে "নাস্তিকঃ" "পাষণ্ডঃ' "ঈশ্বর নাস্তিত্ববাদী" "বেদ প্রামান্য বাদীঃ" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছে। অমরকোষ প্রণেতা বলেন, বৃহস্পতি চার্ব্বাক এবং লৌকায়তিক এই তিন মতই বেদ বিরুদ্ধ। স চ ষড়্‌বিধঃ। মাধ্যমিকঃ যোগাচারঃ সৌত্রান্তিকঃ বৈভাষিকঃ চার্ব্বাকঃ দিগম্বরঃ।

৪। "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্তনিশাচরাঃ"।

৩৮। যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণযজু ও শুক্লযজু। যে বেদে যজ্ঞাদির বিষয় আছে, তাহাই যজুর্ব্বেদ। হোতৃ ও অধ্বর্য্যুর মন্ত্র প্রভৃতির পরস্পর মিশ্রণ হেতু দুর্ব্বোধতা জন্য প্রথমোক্তকে কৃষ্ণযজু (কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন) এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অমিশ্রণ হেতু সুবোধিতা জন্য দ্বিতীয়কে শুক্ল যজু (শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, সরল) কহে। "যজ" ধাতুর উত্তর উস প্রত্যয়ে, যজুষঃ হইয়াছে।

৩৯। সামবেদ, সমন্ ও সামি ধাতু হইতে উৎপন্ন। সমন ধাতু অর্থে "পাপ এবং বিরোধ নাশ", অর্থাৎ যে পবিত্র ঈশ্বর স্তুতি বিষয়ক গীতে পাপাদি বিনষ্ট হয়। সাম শব্দের অর্থ শান্তনা করা, অর্থাৎ যে গীতাদিতে পাপী মনের শান্তনা প্রদান করে।

৪০। অথর্ব্ববেদ, যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ "মঙ্গলে গমন করা।" অর্থাৎ যে বেদ অধ্যয়ন করিলে, শারিরীক, মানসিক ও বৈষয়িক বিষয় সমূহের মঙ্গলামঙ্গল জানা যায়, তাহাই অথর্ব্ববেদ। বস্তুতঃ, অথর্ব্ববেদের সময়েই আর্য্যগণ মনোবিজ্ঞান ও দেহতত্ত্বের আবিষ্কার বিষয়ে মনোযোগী হন। তাহা হইতেই চরক সুশ্রুত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। অথর্ব্ববেদে শত্রু বিনাশ নিমিত্ত নানাপ্রকার মন্ত্র, অনিষ্টনিবারণ ও আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা, দেবগণের স্তব স্তুতি, পাপ-পুণ্যের বিচার, রোগনির্ণয় প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে।

৪২। সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব্ব বেদ ভিন্ন, "উপবেদ" নামে কয়েক খানি বেদ আছে। তাহা চারি প্রকার, তদ্যথা—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্য বেদ। ইহাদের বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

৪১। বেদ পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া লিপিবদ্ধ হইত, পাঠাধ্যায়িগণ তাহা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু লিপি প্রণালী প্রচলন থাকিলেও তাহা রীতিমত বিভক্ত ও সুশৃঙ্খলা মত ছিল না। না থাকিবারই সম্ভব, কেন না যদি এক জন লোকে সমগ্র রচনা কবিতেন তাহা হইলে এ কথা সম্ভবপর হইত। যেখানে শত শত ঋষিবর্গ ইহার রচনা

করিয়াছেন, সেখানে একত্রে থাকিবার সম্ভব নাই। বেদব্যাস মুনি বেদের প্রকৃত বিভাগ ও সংগ্রহ করেন। কিন্তু বেদব্যাস মুনি কে?— কেহ বলেন ইনি ধীবর ও কেহ বলেন ইনি অবিবাহিতা কন্যার পুত্র। সে যাহাহউক, ইহাঁর যে প্রকৃত নাম বেদব্যাস নহে, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বেদব্যাস অর্থে যিনি বেদের বিভাগ করেন (২২)। তিনি আদিনামে প্রসিদ্ধ না হইয়া বেদের সংগ্রহকর্ত্তা বলিয়া সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, এক অবিবাহিতা নীচবংশোদ্ভবা কন্যার গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি কানীন সন্তান।

৪৩। আর্য্যজাতিগণ, সিন্ধুপারবাসী সমুদয় জাতিকে অস্পৃশ্য এবং ম্লেচ্ছ বোধে ঘৃণা করিতেন। অনার্য্য দিগকে বেদপাঠ এবং বেদ শ্রবণে অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি সত্য?— বেদে শূদ্রজাতি প্রবেশ করিয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। বেদোল্লিখিত কবস ঋষি শূদ্রবংশোদ্ভব এবং পুরাণোল্লিখিত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ব্যাসদেব কানীন সন্তান এবং তদ্ধেতু অস্পৃশ্য হইয়াও কেমনে বেদের বিভাগ করিলেন? অঘমর্ষণ ঋষি নীচকুলোদ্ভব হইয়া কেমনে ঋগ্বেদ শিক্ষক ছিলেন? আমি বিবেচনা করি, শূদ্ররা অস্পৃশ্য থাকিলেও, গ্রন্থ-রচনা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না।

৪৪। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম অধ্যায়ের কোন কোন স্থল ঐলুষ কবস নামে একজন ক্রীতদাস কর্ত্তৃক রচিত। ব্রাহ্মণেরা কহেন, প্রাচীন আর্য্যগণ এরূপ স্থলে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেন, যথা হইতে কোন বাক্যই শূদ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। শূদ্রের বেদ শ্রবণ বা শূদ্রকে বেদ শুনান, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদির ন্যায় দুস্তর পাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল। যে শূদ্র বেদ শুনিতে পাইত, তাহার কর্ণদ্বয়ে উষ্ণতৈল প্রদত্ত হইত!!

---

(২২) বিদ+বি×অস্=বিদ্ অর্থে 'জ্ঞান' বা 'বেদ,' বি অর্থে বিশেষরূপে এবং অস্ অর্থে অংশ বা ভাগ করা।

পরিশিষ্ট।

১। বেদ যে এত প্রাচীন কালের রচনা, তথাচ তাহাতে ব্যাকরণাশুদ্ধি লক্ষিত হয়না। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অনেকস্থলে অক্ষর পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ প্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ সংহিতার বিভিন্ন শাখাস্থ স্বর গ্রামে উচ্চারণপদ্ধতিজ্ঞাপক-সূত্র সমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখার শতপথব্রাহ্মণে একবচন, বহুবচন এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর, উষ্মা, স্পর্শ প্রভৃতি বর্ণবিভাজক সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। সামবেদ সংহিতার ঋকে মহর্ষি গণ ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট পদচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আরাধ্য দেবতার স্তুতি করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

বেদের ব্যাকরণের প্রাতিশাখ্য পৃথকরূপে রচিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য (২৩) অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় † ও বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য ‡ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। নাগোজী ভট্ট, সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "সামলক্ষণম্ প্রাতিশাখ্যম্ শাস্ত্রম্," কিন্তু এক্ষণে উহা দৃষ্ট হয় না।

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। বেদ ব্যাখ্যার জন্যই ইহা লিখিত হইয়াছে।

---

(২৩) আনন্দপুরবাসী বজ্রাতের পুত্র উয়ট ভট্ট, ইহার টীকা করেন। এই টীকার নাম পার্ষদ ব্যাখা। উয়ট, ভোজদেবের সমকালীন।

† ইহার অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে ত্রিভাষ্য রত্ন এখন প্রচলিত। এতৎ পূর্ব্বে বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

‡ উয়ই ভট্ট ইহার টীকাকার। এতদ্ভিন্ন রামচন্দ্র কৃত প্রাতিশাখ্য জ্যোৎস্না নামে আধুনিক টীকা আছে।

প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদ সাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র এই "অথ বর্ণ সমাম্নায়।" তৎপরে অন্যান্য সূত্র আছে। যথা,—"অথ নবাদিতঃ সমালক্ষয়াণি" ইত্যাদি। ঋগ্বেদের শাকল প্রাতিশাখ্য শৌনক প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

২। আদি বেদের ভাষা ব্রহ্মভাষা মিশ্রিত। সকল শব্দই ধাতু বিশেষ। তাহা অত্যন্ত দুরূহ। পাণিনি, কাত্যায়ন, ভাগুরি প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না।

৩। ঔখ্যা, আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী, আর ঔঘেয়া এই ছয় শাখা তৈত্তিরীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

জাবালী, কাম্বী, মাধ্যান্দিনী, শাপীয়া, তাপনীয়া, কাপালী, পৌণ্ড্র বৎসী, আবটিকী, নামাবর্টিকা, পরাশরীয়া, বৈধেয়া, বৈনেয়া, ঔঘেরা, গালবী, বৈজবী ও কাত্যায়নীয়া এই ষোড়শ শাখা বাজসনেয়ী সংহিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় হোতৃ, তৈত্তিরীয়, ঔখ্যা প্রভৃতি শাখা শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী জাবালী প্রভৃতি শাখা অপেক্ষা প্রাচীন।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগের সংগ্রহকর্ত্তা। প্রথিত আছে এই ঋষি, সূর্য্যের আরাধনা করিয়া যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন।

৫। বেদের সময়ে সংগীত শাস্ত্রেরও প্রচার ছিল। যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্রসংযুক্তবীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সংগীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, মহর্ষি কাত্যায়ন এই যন্ত্রের স্রষ্টা। এজন্য ইহাকে "কাত্যায়নীবীণা" কহে (২৪)।

---

(২৪) রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের 'যন্ত্রকোষ,' ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা।

৬। বেদের সময়ে যুদ্ধ প্রণালীও দৃষ্ট হয়। বেদে রথী ও পদাতি নামে দ্বিবিধ সৈন্যের উল্লেখ আছে। রথের আকারাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ ঋগ্বেদের ৫ম অষ্টকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাতীয়ধ্বজ ও যুদ্ধধ্বজ নামে দুই প্রকার পতাকার উল্লেখ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় (২৫)।

৭। বেদ——ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভক্ত। পদ্যময় রচনাবলী সংগৃহীত হইয়া ঋক্ নামে, গদ্যময় রচনাবলী সংগৃহীত হইয়া যজু নামে এবং গীতময় রচনাবলী সংগৃহীত হইয়া সাম নামে প্রসিদ্ধ হয়; এইরূপ রচনানুসারে বেদ বিভাগ হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্তই ত্রিবিধ রচনা বিমিশ্র থাকায় 'ত্রয়ী' নামে ব্যবহৃত হয়।

৮। শ্রুতি দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন, এবং ব্রাহ্মণ ভাগ আধুনিক। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে কর্ম্মকাণ্ড, শেষাংশে জ্ঞান কাণ্ড বিবৃত হইয়াছে বলিয়া, সেই অংশকে তজ্জন্য বেদান্ত কহে।

৯। আচার্য্য মোক্ষমূলরের মতে প্রত্যেক বেদ শাখার নিমিত্ত এক এক উপনিষদ ছিল। তদুদ্ধৃত মুক্তিকানুসারে ১১৮০ খানি বেদ শাখা ছিল, কিন্তু ১০৮ খানি মাত্র পাওয়া যায়।

১০। দুর্গাচার্য্য কহেন—"একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং। এক শতধা আধ্বর্য্যবং। সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্ব্বণং।" নিরুক্ত ভাষ্য ১ম অধ্যায় ২০ শ্লোক।

১১। ধন্বন্তরি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অষ্টভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে অগদ নামে ষষ্ঠভাগ অতীব উপকারী। "অগদ"শব্দের অর্থ যাহাতে পীড়া নিবারণ হয়।

১২। অগ্নিবেশ নামে জনৈক ঋষি আত্রেয় মুনির নিকট আয়ু-র্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, ক্রমে বিশেষ পারদর্শী হওনান্তর, আয়ুর্ব্বেদ

(২৫) রঘুবংশীয় রাজাদিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ; নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা।

সংহিতা নামে এক খানি বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার গুরু আত্রেয় ও দেবঋষি এবং দেবতারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৩। অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নিবেশ্য নামক জনৈক মুনি ধনুর্ব্বেদের আবিষ্কারক বলিয়া প্রথিত আছেন। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। তিনিই আগ্নেয় অস্ত্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা।

১৪। যজুর্ব্বেদের যে অংশ সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে শিখান তাহার নাম অযাতযাম অর্থাৎ অনভ্যস্ত। সূর্য্য, বাজি (অর্থাৎ ঘোটক) রূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অযাতযাম বচন প্রকাশ করেন, এই জন্য যাঁহারা এই বেদশাখা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বাজি; তজ্জন্য এই বেদের অংশের নাম বাজসনেয়ী যজুঃ হইল।

১৫। অথর্ব্ববেদের সংহিতাতে পাঁচটী কল্প আছে, যথা—নক্ষত্র কল্প, বৈতান কল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরস কল্প ও শান্তিকল্প।

১৬। কোলব্রুক সাহেব লেখেন, অথর্ব্ববেদের সংহিতাতে বিংশতিটি কাণ্ড আছে, এই কাণ্ড সকল অনুবাক্, সূক্ত এবং ঋক নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত। অনুবাকের সংখ্যা এক শতের অধিক, সূক্ত সাত শত ষাটের অধিক, এবং ঋকের সংখ্যা ছয় হাজার পোনের মাত্র।

২৭। অথর্ব্ববেদের ৫২টী উপনিষৎ। তন্মধ্যে—মুণ্ডক, প্রশ্ন, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ক্ষুরিকা, চুলিকা, অথর্ব্ব শিরা, গর্ভ, মহা, ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নি হোত্র, মণ্ডুক্য, নীলরুদ্র, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিক্ষা, যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাস, অরণ্য, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহ তাপনীয়, (২৬) উপনিষৎ কথাবল্লী, কেন, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ, সর্ব্বোপনিষৎসার, হংস, পরম হংস, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী,

---

(২৬) ছয় খানি উপনিষদ নৃসিংহ তাপনীয়। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর ও পূর্ব্ব।

গরুড়, কালাগ্নি রুদ্র, রাম তাপনীয়, কৈবল্য, জাবল ও আশ্রম। এই কয়েকটি প্রধান।

১৮। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, "অথর্ব্ব" চতুর্থ বেদ, এবং "ইতিহাস পুরাণ" পঞ্চবেদ। শাস্ত্রদর্শী উইলসন সাহেব কহেন, "অথর্ব্ব" বেদমধ্যে গণ্য নয়। বরং বেদের ক্রোড় পত্র স্বরূপ। (Vide Mr. Wilson's Introduction to the Translation of Rigveda, page 8.)

১৯। ভাগবতমতে অথর্ব্ব এক প্রধান ঋষির নাম। ব্রহ্মা হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। তিনি প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্রের নাম দধীচি, যাঁহার অস্থিনির্ম্মিত-বজ্রে বৃত্রাসুর বধ হইয়া ছিল। (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ৪০—৪১ পৃষ্ঠা দেখুন) অনেকের মত এই যে, ইনি অথর্ব্ব বেদের রচয়িতা।

২০। ঋগ্বেদ স্রষ্টা ঋষিগণ তিনভাগে বিভক্ত। যথা—শতর্চ্চী, মাধ্যম ও সূক্ত। সূক্ত আবার দুইভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত। যে ঋষিগণ প্রথম কতকগুলি ঋক প্রস্তুত করেন, তাঁহারাই শতর্চ্চী; দ্বিতীয় অবধি সপ্তম পর্য্যন্ত ঋক গুলি যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা মাধ্যম; এবং অষ্টম অবধি শেষ পর্য্যন্ত রচয়িতাগণ সূক্ত নামে অভিহিত।

২১। যাঁহাদের চারিবেদই অভ্যস্থ আছে, তাঁহারা "চাতুর্ব্বেদঃ" নামে খ্যাত।

২২। ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখায় বিভক্ত।

২৩। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থমতে, আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ধন্বন্তরি প্রণীত। ইহা অথর্ব্ব বেদান্তর্গত, এবং ইহাতে লক্ষশ্লোক আছে। চরণব্যূহমতে ইহা ঋগ্বেদের উপবেদ মাত্র। ভাস্করাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভাবপ্রকাশমতে—

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধি নিদানং সজনং তথা।
বিদ্যন্তে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥"

২৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডের ১৬ অধ্যায়ে লেখা আছে, ভাস্করাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিবার পর অনেকে এতৎ-সম্বন্ধে বহুল গ্রন্থরচনা করেন। সে গুলি অথর্ব্ববেদ হইতে সংগৃহীত। যথা—

(ক)	চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান	প্রণেতা	মনোরম।
(খ)	চিকিৎসা দর্পণ	,,	দিবোদাস।
(গ)	চিকিৎসা কৌমুদী	,,	কাশীরাজ।
(ঘ)	চিকিৎসা সার তন্ত্র	,,	অশ্বিনী সুত।
(ঙ)	বৈদ্যক সর্ব্বস্ব	,,	নকুল।
(চ)	ব্যাধিসিন্ধু বিমর্দ্দন	,,	সহদেব।
(ছ)	জ্ঞানার্ণব মহাতন্ত্র	,,	যমরাজ।
(জ)	জীবদান	,,	ভগবান ঋষি।
(ঝ)	বৈদ্যসন্দেহ ভঞ্জন	,,	জনকযোগী।
(ঞ)	সর্ব্বসারকং	,,	জাবালি মুনি।
(ট)	বেদাঙ্গসারং	,,	জাজলি মুনি।
(ঠ)	জ্ঞানমন্থ	,,	কোপিদ মুনি।

এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচার ছিল।

২৫। ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টাবিংশ ব্যাসের নাম আছে। বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে যাঁহারা বেদ বিভাগ করেন, তাঁহাদের নাম ব্যাস। উক্ত মন্বন্তরে ইহাঁরা বেদ বিভাগ করেন। যথা—স্বয়ম্ভু, প্রজাপতি, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিকৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র, এষ্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, গোতম, উত্তম, বেণ, তৃণ, বিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি, পরাশর, জরৎকারু এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

২৬। ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ "হিম" কালে বৎসর গণনা করিতেন। তৎপরে হিম-অন্তে বর্ষাকালে বর্ষগণনা আরম্ভ করিতেন বলিয়া, বৎসরের নাম "বর্ষ" হইয়াছে। এখনও কতকগুলি পর্ব্বত

"বর্ষ বিভাজক গিরি" শব্দে খ্যাত আছে। হারাবলী গ্রন্থে আছে,

"হিমবান্ হেমকুটশ্চ নিষধো মেরুরেবচ।
চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষাপর্ব্বতাঃ॥"

২৭। তিথ্যাদিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লেখা আছে, ঋগ্বেদ ও সামবেদ রচিত হইবার পরে, ব্রাহ্মণদিগের যাগ যজ্ঞ, ইত্যাদি ক্রিয়া সাধনার্থ যে গানাদিরহিত বেদ রচিত হয়, তাহাই যজুর্ব্বেদ। যজুর্ব্বেদের চরকা নামে দ্বাদশ ভেদ, বাজসনেয়া নামক সপ্তদশ ভেদ, মৈত্রায়নীয়া নামে সপ্তভেদ এবং তদ্ব্যতীত অষ্টাদশটি 'পরিশিষ্ট' আছে। বাজসনেয় ভেদে প্রায় দুই লক্ষ মন্ত্র আছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ভাগ। তৈত্তিরীয় নামে আবার দুই ভেদ আছে। "ধনুর্ব্বেদ ও যজুর্ব্বেদ," ধনুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের উপবেদ, এবং যজুর্ব্বেদে সহস্র শাখা লক্ষিত হয়।

২৮। সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত।

২৯। যে বেদ পাঠ করিলে ধনুর্ব্বিদ্যায় জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ধনুর্ব্বেদ কহে। চরণব্যূহ মতে ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ মাত্র।

৩০। গন্ধর্ব্ববেদ, সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় বেদ। ইহা সামবেদের উপবেদ। যথা—

"ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদোপবেদো যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদোপবেদঃ।
সামবদস্য গন্ধর্ব্ববেদোপবেদোথর্ব্ববেদস্য শাস্ত্র শাস্ত্রানীতি।"
ইতি শৌনকোক্ত চরণ ব্যূহঃ॥

গন্ধর্ব্ববেদ ভরতমুনিকৃত। সামগান দ্বিবিধ, আরণ্য ও গ্রাম্য।

৩১। বাগভট্ট আয়ুর্ব্বেদের টীকাকার।

৩২। বেদের ছয় অঙ্গ, এই জন্য আমরা "ষড়ঙ্গ বেদ" বলিয়া থাকি। এই ছয় অঙ্গ এক এক খানি গ্রন্থ নহে, ইহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছয়টী বিষয়। ইহাদের সাহায্যে বেদের অর্থ করা যাইতে পারে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ ইহাই ষড় অঙ্গ। প্রাতিশাখ্যে শিক্ষার বিষয় লিখিত আছে।

৩৩। অথর্ব্ববেদের অন্য নাম ব্রহ্ম বেদ। ব্রহ্মা নামে যজ্ঞের

যে পুরোহিত থাকেন, অথর্ব্ববেদ তাঁহার পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়। যদিও যজ্ঞের সহিত অথর্ব্ববেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি যজ্ঞকার্য্যে যে সকল বিঘ্ন ও ত্রুটি উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকার নিমিত্ত, প্রতি যজ্ঞে প্রায় অথর্ব্ববেদ আবশ্যক হইয়া থাকে। অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অথর্ব্ব ইহা প্রণয়ন করেন।

৩৪। ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন ও প্রধান বেদ; ইহা হইতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়া স্বর বিশেষে উচ্চারণ করাতেই সাম-বেদ হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে দুই প্রকার মন্ত্র আছে—এক ছন্দঃ অপর যজুঃ। ছন্দ সমুদয় ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত। যজুর্ব্বেদ সংহিতার শেষ অধ্যায় ঈশোপনিষদ এবং বাজসনেয়ি সংহিতোপনিষদ নামে খ্যাত।

৩৫। ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ কয়েক অধ্যায় আরণ্যক বলিয়া বিখ্যাত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। আরণ্যক বেদের শেষভাগে আছে বলিয়া তাহার আর একটী নাম বেদান্ত।*

৩৬। ঋগ্বেদসংহিতার ১ম মণ্ডলের ৫১সূক্তস্থ ৮ম ঋকে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী দিগকেই প্রকারান্তরে "আর্য্য" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ("ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ৪ পৃষ্ঠা দেখুন) এবং অথর্ব্ববেদেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

(ক) তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।

[অথর্ব্ববেদ, ৪ কাণ্ড। ১২০ ও ৪ শ্লোকঃ]

(খ) প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মাকৃণু।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উৎশূদ্র উতার্য্য॥

[অথর্ব্ববেদ, ১৯কাণ্ড। ৬২ ও ১ ম শ্লোকঃ]

---

* বেদান্ত দর্শন বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আরণ্যক নহে। বেদব্যাস প্রণীত শারীরিক সূত্র সকলকে বেদান্ত সূত্র ও বেদান্ত দর্শন বলিয়া থাকে। বেদান্ত ভাগের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একজন বিখ্যাত বিজাতীয় পণ্ডিত বলেন—"There are passages in these works, unequalled in any language for grandeur, boldness and simplicity." পুনশ্চ—"These are the relics of a better age."—**Max Muller.**

(গ) বিজাপীহৰ্য্যান্ যে চ দস্যবো
বৰ্হিষ্ মতেবজয়াশাসতব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা
বিশ্বেৎতাতে সধমাদেষু চাকন ॥

[ঋগ্বেদ, ১ম ও ৫১ সূক্ত]

৩৭। বৈদিকদেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ মাত্র, পুরাণোক্ত তেত্রিশ-কোটী দেব সংখ্যা বেদরচনার সময়ে কল্পিত হয় নাই।

(ক) যস্য ত্রয়স্ত্রিংশ দ্বেবা অঙ্গে সর্ব্বে সমাহিতাঃ।

[অথর্ব্ববেদ, ১০৭ অধ্যায় এবং ১৩ শ্লোকঃ]

(খ) "ইতি স্তুতাসো অসথারিশাদসো যে স্য
ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। মনোর্দ্দেবাযচ্চিয়াসঃ।"

[ঋগ্বেদ, ৮ম, অধ্যায়, ৩০ সূক্ত, ২ঋক]

বেদসংহিতায় দেবপ্রতিমা বা দেবমন্দিরের উল্লেখ নাই।

৩৮। অথর্ব্ববেদের অনেকাংশে মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা রোগশান্তি, দীর্ঘায়ু লাভ, শত্রুবিনাশ ও উৎপাত নিবারণ প্রভৃতির বহুতর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। এই বেদের অপর নাম আথর্ব্বণ বেদ; কেহ কেহ "অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ" বলিয়া অভিহিত করেন। পুরাণে ইহা অঙ্গিরা ঋষির অপত্য বলিয়া কথিত আছে।

প্রজাপতে রঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৃনথ।
অথর্ব্বাঙ্গীরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী ॥

[ভাগবত। ৬ খণ্ড। ৬ অধ্যায়। ১৬ শ্লোক।]

৫১। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতার অন্তর্গত কতকগুলি ছন্দের নাম এইরূপ, আসুরী, উষ্ণি, গায়ত্রী, বৃহতী, পংক্তি ইত্যাদি। ইহাদের সাধারণ নাম আসুরী। (Vide Professor Weber's Modern Investigations on Ancient India).

৪০। আর্য্যদিগের প্রথমে কোথায় বসতি ছিল, তাহা এত দিন অবিসম্বাদরূপে নির্ণীত হয় নাই। ভারতীয় গ্রন্থাবলী পুস্তকের প্রথম

খণ্ডে, এইরূপ লিখিত আছে যে, "ইন্দ্রালয় নামক স্থানে আর্য্যদিগের প্রথম বসতি হয়।" এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পণ্ডিত মণ্ডলী উক্ত মতটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ প্রকাশক পণ্ডিতবর রমানাথ সরস্বতী, এম, এ, (ঢাকা কালেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক) স্বানুবাদিত ঋগ্বেদ সংহিতার উপক্রমণিকায় এবং মান্যবর তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় আপন খ্যাতনামা পত্রে, উক্ত মতটি প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদূষী রমাবাই সরস্বতীর ভ্রাতা ৺শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও এই মতে মত দিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ।